হীরক-চূর্ণ নাটক।

THE DIAMOND DUST

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী ;"

মাইকেল।

কলিকাতা, ৪ নং শ্যামপুকুর লেন হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১।

মূল্য ।৵০ আনা।

পাত্রপাত্রী।

মলহাররাও গাইকোয়াড়	...	বরদার মহারাজা।
দামোদর পন্থ	...	একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী।
মদন আয়ান	...	ভদ্রলোকদ্বয়।
কর্ণেল্ ফেয়ার্	...	বরদার রেসিডেণ্ট।
স্যার্ লুইস্ পেলি	...	বরদার নূতন রেসিডেণ্ট।
মহারাজা জয়পুর মহারাজা সিন্ধিয়া স্যার্ রাজা দিনকররাও স্যার্ রিচার্ড কুচ্ স্যার্ রিচার্ড মিড্ মাষ্টার মেল্ভিল	...	কমিসনারগণ।
সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্	...	গাইকোয়াড়ের পক্ষ ব্যারিষ্টার।
মাষ্টার স্কোবল্	...	এড্ভোকেট্ জেনেরেল্।
মাষ্টার ফিলিপ।		
মাষ্টার উইলসন।		
ডাক্তার সিউয়ার্ড	...	বরদার ডাক্তার।
মাষ্টার সুটার্	...	বম্বে পুলিষ কমিসনার।
হেমচাঁদ ফতেচাঁদ	...	রত্নবণিক।
পিক্রু রাওজি আবদুল্লা	...	রেসিডেন্সির ভৃত্যগণ।
শ্বশুর	...	একজন বঙ্গদেশীয় মহাজন

রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ, ভৃত্যগণ, ইংরাজ-সৈন্যগণ,
উকীল, ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি।

লক্ষ্মীবাই	...	...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
কুনাবাই	...	...	রাজকন্যা।
আমিনা	...	...	আয়া।

একজন উদাসিনী।
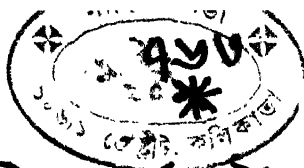
হীরক-চূর্ণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

(লক্ষ্মীবাই ও মহারাজ মল্‌হার রাও আসীন।)

লক্ষ্মী। মহারাজ! দুঃখিনী, রাজ মহিষী হওয়ার যোগ্যা নয়; আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দরী। তাঁরা রাজকন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয় সে সব ভাল জানেন। আমি দুঃখীর মেয়ে, তা'র কিছুই জানিনে, তা'ই বলে কি অধিনীকে একেবারে ভুলতে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন; তবে কেন নাথ, দাসী আজ চার দিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমাকে বৃথা গঞ্জনা দাও? তুমি কি জান না যে আমি তোমাকে কত ভালবাসি? তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশ রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এত দিন পুত্র মুখাবলোকন সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তোমা হ'তে আমি সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেছি। তোমায় আমি ভুলবো? আহা! যে দিন তুমি, সজলনয়নে আমার হাতে ধরে

বল্লে "নাথ! আমার গর্ভে রাজপুত্রের উদয় হয়েছে, আর আমাদের প্রণয় গোপন রাঁখা কর্ত্তব্য নয়। আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন" সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহ জন্মে ভুলব না, তবে আজ কাল আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, রাজ্য সংস্করণ বিষয়ে দিবা রাত্রি পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সঙ্গসুখলাভে বঞ্চিত ছিলাম।

লক্ষ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্য আপনাকে অহোরাত্র পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বিশেষ কিছুই নয়। কেবল কতকগুলি কুলোকের ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জন কয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে; তা এক্ষণে আমি তা'দের সকলকে আহ্বান করে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

লক্ষ্মী। তবে বোধ হয় এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিটলো। তা এখন দুএক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন না।

রাজা। প্রিয়ে! এ গোলযোগ ইহ জন্মে মিটিবার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হ'তেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে; সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ারও আর আশা নাই, আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজ-সম্বোধন কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য রেসিডেণ্টের খেল্নার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বৃথা রাজমুকুট শিরে ধারণ করে, সং সেজে

সিংহাসনে বসা অপেক্ষা, জটা বল্কল ধারণ করে বনে বাস করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মী। ভাল, নাথ! সাহেব আপনার উপর এত বিরক্ত কেন? আপনি কি তাঁর সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না?

রাজা। বন্ধুভাবে! দাসভাবে থেকেও তাঁর মন্ পেলেম না। সপ্তাহে নির্দ্ধারিত দিবসদ্বয়ে সহস্র কর্ম্ম ফেলে, তাঁর সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি, ও রাজ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তা তাঁর কোন্ পুরুষে রাজত্ব করেছেন যে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? হিন্দুদের ঘৃণা কত্তে শিখেচেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ ঘৃণা করায় তাঁর লাভ কি?

রাজা। লাভ? নীচান্তঃকরণের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা! নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন যে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণের কৌশলক্রমে একটি সরল জাতি, যবন-দিগের লৌহ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাঁ'দের স্বর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছে, ভাবেন, তাঁ'দের নীচ দম্ভ প্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখলেই তা'দের মনে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হয়। কিসে ইহাদের পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষ নয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তা'র অন্য কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! সাহেব যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে থাকেন, যে আপনার সঙ্গে কখনই সদ্ব্যবহার করবেন না, তা হলে বিষম বিভ্রাট; তা হলে আপনি কদিন স্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস সম্ভব?

রাজা। তা'র সন্দেহ কি? রেসিডেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে ইংরাজ-রাজ-অধীনে কোন্ মিত্র রাজা নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন কত্তে পারে? তবে আমি সম্প্রতি এক শুভ সংবাদ পেয়েছি, যে গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করে, এখানে এক জন সুবিজ্ঞ ভদ্র সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত কর্‌বেন।

লক্ষ্মী। আহা! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

রাজা। তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে তো অবশ্যই দেবেন। তা প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দাও; আমাকে পুনরায় রাজ সভায় যেতে হবে। রাজস্বাদি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত শীঘ্রই কত্তে হবে। এ সময় আমাকে সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখতে হয়। অসময়ে কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ হয়।

লক্ষ্মী। সে কি নাথ! দামোদর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা, তুমি জাননা যে আজ কাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবেনা যে, এরূপ তোষামোদের দ্বারা তারা আপনাদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে। তা যাক্, প্রিয়ে! আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বিধাতার মনে যা আছে, তা'ই হবে; আর ভাবলে কি হবে? আমিও যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সির গেটের সম্মুখ।

(কর্ণেল ফেয়ার্ ও দামোদর পন্থের প্রবেশ।)

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি এত দিন রাজসংসারে কাজ কচ্ছি ; কাগজ পত্র, লোক জন সব আমার হাতে ; আমার অসাধ্য কি আছে ? এখন আপনি ঐ দিক ঠিক কত্তে পাল্লেই হয়।

ফেয়া। আমি ঠিক কত্তে পারবো, তা'র আবার কথা ? হাঃ হাঃ হাঃ ! তুমি পাগল, আমি তো আর হিন্দুদের মত ভীরু নই যে এই সামান্য কর্ম্মে ভয় পাব। এ তো তুচ্ছ কথা, আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে আমি গাইকোয়াড় বংশীয়, বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর নেটিভেরা ? তা'দের মধ্যে কে ইচ্ছা করে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে ? আমার হুকুম না শোনে, কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে ?

দামো। তা'র সন্দেহ কি ? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি ; গাইকোয়াড় শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কি না, কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয় তা'ই বলছি।

ফেয়া। আমি মনে কল্লে সে সিংহাসন দু দিনে ঘুচাতে পারি। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার ? আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে ! কিন্তু সেটী করা হবে না। আমাদের পলিসি সেরূপ নয়। আমরা যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করবো,

তা আগেই ঠিক করে রাখি বটে; কিন্তু কাজটি এমনি ফিকিরে করি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমনি দেখাই, যে লোকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারে না, বরং আমাদিগকে সুবিচারক বলে ধন্যবাদ দেয়।

দামো। তা'র ভুল কি? এত গুণ না থাকলে কি আপনারা ভারতের একছত্র রাজা হতে পাত্তেন?

ফেয়া। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কামরায় যাই। আর দেখ, ভাও পুনিকারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

দামো। যে আজ্ঞে। সেলাম। কিন্তু হুজুর গরিবের বিষয় যেন স্মরণ থাকে। আমি আপনারই অনুগত।

ফেয়া। সে বিষয় তোমায় বলতে হবে না। আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথা নড় চড় হয় না। আমরা কৃশ্চান্, আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই। তুমি যা কখন স্বপ্নেও ভাব নাই, আমা হতে তা'ই হবে।

দামো। হুজুর! তা হলেই হলো। আপনি রাজা হ'ন, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক।

ফেয়া। আচ্ছা, আমি এখন চল্লেম।

[ফেয়ারের ভিতরে প্রস্থান।

দামো। অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে তো এই বিষম কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, ভবিষ্যতে যে ইহার কি ফল ফলবে তা একবারও ভেবে দেখিনি, আর ভাববার সময়ও নাই। অনেক আশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ছেলেবেলা হতেই মনে বড় হওয়ার আশা, তা'র অনেক দূর সফলও হয়েছে। কিন্তু এতেও আমার তৃষা মেটেনি। এ তৃষা মেটবারও নয়; বিসূচিকা রোগীর

পিপাসার ন্যায় ক্রমেই বলবতী হ'তে থাকে। সুখের তৃষাই মনুষ্যকে কুপথে লয়ে যায়। আমি এখনও বুঝতে পাল্লেম না, যে এ তৃষা কত দিনে মিটবে। বরদার রাজভাণ্ডার আমার গৃহে এলেই কি আমি সুখী হ'ব? এখন তো বোধ হয়; কিন্তু সে পথ কি সহজ—ওঃ ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্বদেশী, হিন্দু, অন্নদাতা—ওঃ কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা! মহারাজ মলহাররাও আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। তিনি ভ্রমেও কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর মস্তকে অনপনেয় কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্ছি; তাঁর চিরজীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্ছি? এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হলে আমার কি দশা ঘটবে! মহারাজ আমায় কি মনে কর্ব্বেন? আমার নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা কি মনে কর্ব্বে? প্রজাগণ আমায় কি ভাব্বে? সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দু জাতি আমার নামে ধিক্কার প্রদান করবে। আমি জগতে জঘন্য কৃতঘ্নতার উপমাস্থল হ'ব। মা বসুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন না। কিন্তু সুখের পথে কখনই কোমল কুসুম বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি যখন সুখের আশায় যাচ্ছি তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়ে যেতে হবে। তবে পরকাল—সে বাতুলের প্রলাপ, স্ত্রী-লোকের বচন, মূর্খ ভীরুদের কল্পিত কথা। কবে পরকালে কি হবে ভেবে ইহ জন্মের সুখ স্বচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। স্বার্থ অপেক্ষা জগতে আর প্রিয়তর কি? যাই, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ আমার অনেক কাজ; ভাবলেই সাহসের হ্রাস হয়।

[প্রস্থান।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম। আর পারা যায় না, এত মেহনত পোষায় না; আর আজ কাল সাহেবের যে মেজাজ হয়েছে! কেন বল দেখি সাহেব আজ কাল একটুতেই রেগে ওঠে? আগেত এমন ছিল না।

দ্বিতীয়। মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে, সাহেব ফুট্ পড়ে আছে, কাজেই খেঁকি হয়েছে।

প্রথম। চাকরি সুখের রাজবাড়ীর। খাটুনি নেই, বুটের গুতা নেই, আর অঢেল খাওয়া দাওয়া।

দ্বিতীয়। শুধু তাই! আর পাওনা থোওনা? কত পাল পার্ব্বন হচ্ছে তা'তে বক্‌সিসের বন্দোবস্ত কেমন? আমায় একটা রাজসরকারে চাকরি যোগাড় করে নিতে হবে। সেলিমকে বলব। সে আজ কাল বড়লোক হয়েছে, চিন্তে পারে তবে তো?

প্রথম। ও কথা আর মুখে এন না। সাহেব শুনলে কোড়ার বাড়ী দেবে। ছোট সাহেব শুনেছি কলকেতায় বেড়াতে যাবে, তা হলে আমি সঙ্গে যাব। কলকেতা নাকি বড় গুল্‌জার সহর।

দ্বিতীয়। অমন জায়গা কি আর আছে! আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের কাছে চাকরি কত্তো, সে অনেক দিন সেখানে ছিল; তা'র মুখে যে গল্প শুনি আজব কাণ্ড! সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় রাস্তায় বাঁধা-রোস্‌নাই করে দেয়। গ্যাসের আলো জান তো—তেল নেই সল্‌তে নেই, কলে আলো জ্বলে। চাকর বাকরকে জল তুলে মরতে হয় না; কলে জল আসছে তেতলা পর্য্যন্ত আপনি যাচ্ছে। আর ভাই সে কতই

বল্লে মনেও থাকে না। তুমি এক দিন দাদার বাসায় যেও, তা'র মুখে শুনলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথম। বোম্বাইও সহর খাসা। আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতীয়। শুনচি সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকেতা সহরের মত করে দিতে হবে।

প্রথম। ও বাজে কথা। এ জায়গা আবার কলকেতা সহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ নেই। সহরের মত এখানে লোক ক'টা আছে যে অত খাজনা দেবে?

(আমিনার প্রবেশ)

ইস্ আমিনা বিবি যে, ভোর ফিরতে গেছিলে না কি?

আমিনা। কেন, যাব না কেন? আমার কি সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট্‌পার্কে হাওয়া খেতেম।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আমিনা বিবি! বিলাত সহর কেমন? কলকেতার মতন?

আমিনা। কলকেতা তা'র কাছে আঁস্তাকুড়! সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমায় সয় না। এই দেখনা কি ময়লা হয়েছি, আর জাহাজ থেকে যখন নেবে ছিলুম, তখন দেখেছিলে ত। না তুমি বুঝি তখন হেথা ছেলেনা—দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যেত!

দ্বিতীয়। ছিলুম না ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়তুম। কোন দিকে যেতে কোন দিকে যেতেম। তা এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না'কেন?

আমিনা। না ভাই, গেল বারে মুস্কিলে পড়ে ছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয় তা'ই গেলেম না।

প্রথম। কি, জাহাজে ঝড় তুফান পেয়েছিলে না কি?

আমিনা। না ভাই! সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতীয়। কি বল না।

আমিনা। আর ভাই! সেখানকার একজন সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় বিয়ে করবার জন্যে পেড়াপেড়ি করেছিল, তা মুখে আগুন, তা'কে আমি বে কত্তে যাব কেন?

দ্বিতীয়। সে বুঝি আমারই মতন সাহেব?

আমিনা। না, সে সেথায় এক জন বড় সাহেবের বাবুরচি ছিল, তা সেই সাহেব না কি অনুগ্রহ করে তা'কে বাঙ্গলা মুল্লুকের কোথাকার পুলিসের বড় সাহেব করে পাঠিয়েছে। তা'র এখন খুব দব্‌দবা। শুন্‌ছি না কি শীগ্‌গির আমাদের সাহেবের মত বড় লোক হবে।

প্রথম। আহা হা! আমিনা বিবি! এমন দাঁও ছেড়ে দেয়, তখন যদি বাবুরচি সাহেবকে বিয়ে কত্তে, তা হলে এখন পুলিস বিবি হয়ে সাহেবের বগলে বাদুড় ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

(ত্র্যস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

তৃতীয়। বেশ যা হোক্, মেয়ে মান্‌ষের সঙ্গে খোস্ গল্প করবার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তা'র খবর রাখ'না?

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি, হয়েছে কি?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা কল্লেন "হয়েছে কি?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়েছেন। মহা তম্বী হচ্ছে। সাহেব বলচেন সরবতে বিষ মিশান ছিল। এখন শীগ্‌গির এস, সব চাকরকে তলব হয়েছে।

দ্বিতীয়। চল।

আমিনা। খোদা জানে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কর্ণেল ফেয়ার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন, ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

সিউ। গুড্‌মনিং; আপনি এমন হয়েছেন কেন? মুখে কি হয়েছে।

ফেয়ার। (বিকৃত স্বরে) গুড্‌মনিং (গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

সিউ। ইঃ তাই তো, গোটা লাল ভাংচে যে! গেলাসে কি?

ফেয়ার। আপনি জানেন যে আমি প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস করে সরবৎ খাই। কিন্তু আজ এক ঢোক খেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পূর্ব্বে আরও দুদিন এইরূপ হয়েছিল, আমি ভেবে ছিলাম যে পামেলোর দোষে এইরূপ হয়। কিন্তু আজ হওয়াতে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে তা'ই আপনাকে সম্বাদ পাঠাইয়াছি, আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন।

সিউ। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

ফেয়ার। ডাকাচ্ছি—খানসামা।

নেপথ্যে। খোদাবন্দ।

(খানসামার প্রবেশ)

ফেয়ার। আবদুল্লাকে ডাক।

খান। যে আজ্ঞে।

(খানসামার প্রস্থান ও আবদুল্লার সহিত প্রবেশ)

সিউ। সরবৎ তুমি তৈয়ার কর?

আব। হাঁ খোদাবন্দ।

সিউ। আজকের এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

আব। খোদাবন্দ আমি।

সিউ। এতে কি কি মসলা দিয়াছ?

আব। খোদাবন্দ লেবুর রস, ওলা আর কেওড়া।

সিউ। লেবু, ওলা, কেওড়া। জল কোথাকার?

আব। খোদাবন্দ ফিল্টারের।

সিউ। আপনি কিরূপ বোধ কচ্ছেন। সব সরবৎ কি খেয়েছেন?

ফেয়ার। না এক চুমুক খেয়ে তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে—বুক ধড় ধড় কচ্ছে।

সিউ। তাই তো। আচ্ছা খানসামা লেবু কোন্ গাছের জান?

আব। এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সিউ। আচ্ছা ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায়?

আব। কৈ খোদাবন্দ তা তো কখন দেখিনি।

সিউ।" তাই তো, জল কি তাঁবার ডোলে তোলা হয়ে ছিল?

আব। না খোদাবন্দ চামড়ার ডোলে।

সিউ। তুমি ঠিক জান?

আব। ঠিক খোদাবন্দ।

সিউ। তাইতো তুমি কি আফিং খাও?

আব। না খোদাবন্দ।

সিউ। তোমার বাপ খাইত?

আব। না খোদাবন্দ তিনি কোন নেসা কর্‌তেন না, কেবল গাঁজা খেতেন।

সিউ। তাইতো, তাইতো, গেলাসে কি কিছু নাই? এই যে এটু খাঁক্‌রি আছে (গেলাস দেখিয়া) পাল্কি হইতে আমার বাক্স আর কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান।

ফেয়ার। হাঁ আর সরবৎ ও স্থানে ফেলেছি। দেখুন ও যদি আবশ্যক হয়। আবদুল্লা ওখানকার মেজে চাঁচিয়া লয়ে এস। (আবদুল্লার তথা করণ।)

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খানসামা খানিক কয়লার গুঁড়া লয়ে এস।

(খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এনেছ, দেখি (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটি ও কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) আপনার সিম্প্‌টমস্ দেখিয়া বোধ হচ্ছে আপনি আর্‌সেনিক খাইয়াছেন, তা চার্‌কোল আর্‌সেনিকের চমৎকার এণ্টিডোট্‌ আপনি একটু কয়লার গুঁড়া খান। (ফেয়ারের কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ) (Experiments

with the sediment in a test tube on a spirit lamp and looking the test tube with a magnifying glass) এ গুলো অক্টোহেড্রান বোধ হচ্ছে না (পুস্তক পাঠ) "This is the usual crystaline form of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrons"; এ যে নিশ্চয়ই আর্‌সেনিক ; এখন কপারি টেষ্ট্‌ বলছেন তাইতো কপার্‌, কপার্‌ (পুস্তক উল্টান) "It dissolves in Nitric Acid : the solution posseses the following properties :—It is blue or greenish-blue : a small quantity of Ammonia produces with it a bluish-white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid". (Experiments with Nitric acid and Ammonia) কৈ তা যে হলো না। আপনি কপারি টেষ্ট্‌ বলছেন কেন ? আর বলবেন না, আমি তো ঢের টেষ্ট্‌ করে দেখলেম, কৈ কপার্‌ তো কোন মতে হলো না। আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল, আমিও ভেজে ভুজে গরম করে দুম্‌ড়ে দাম্‌ড়ে আট-পলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, আর্‌সেনিকও ঠিক হলো, কপার্‌ তো কিছুতেই পেলেম না ; ভাল বাড়ী গিয়ে দেখবো যদি কপার করতে পারি। এখন এ চক্‌চকেগুলো কি ? গেলাসের গুঁড়ো তো নয়।

ফেয়ার। গেলাসের গুঁড়ো আসবে কোথা থেকে ?

সিউ। তা হ'তে পারে, পামেলোর রসে জরে গিয়ে গেলাসের পার্টিকেল্‌স বেরুলেও বেরুতে পারে ; ভাল ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তাইত্তো (গেলাসের মধ্যে অঙ্গুলি পেষণ) এ কি ? গেলাসে স্ক্র্যাচ্‌ হলো যে ? দেখি (পুনঃ সজোরে পেষণ) স্ক্র্যাচ্‌ই তো বটে,

বস্, হয়েছে—এতক্ষণে বুঝেছি যে আর কিছু নয় এ নিশ্চয়ই ডায়ামণ্ড্; উঃ Arsenic and Diamond ?

ফেয়ার। (নিম্নস্বরে) Arsenic and Diamond!!!

সিউ। কর্ণেল! নিশ্চয়ই কোন পাপাত্মা আপনার অমূল্য জীবনের হন্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমাণ আর্‌সেনিক আছে, তা'তে বোধ হয় বিশজন কর্ণেল বধ হ'তে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেন নি। উঃ প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি চল্লেম; গেলাসটা লয়ে যাই, বম্বেতে পাঠাতে হবে; ভাল করে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ফেয়ার। বম্বেতে পাঠাবেন—Dr. Grayর কাছে? তবে "Private and Confidential" লিখে দেবেন।

সিউ। কেন?

ফেয়ার। কারণ আছে।

সিউ। আচ্ছা; গুড্‌মর্ণিং।

ফেয়ার। গুড্‌মর্ণিং।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি।

পেলি ও স্যুটার সাহেব উপস্থিত।

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না। কার্য্য উদ্ধার হ'লে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্ব্বেন।

স্টুটার। আমি সে আশায় এ কার্য্যে এতো পরিশ্রম কচ্ছি না। যে দুরাত্মা আমার স্বদেশীয় একজন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড প্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। ইংরাজ-বিদ্বেষী হিন্দুর সর্ব্ব-নাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে?

পেলি। আহা! আহা! সাধু! সাধু! প্রিয় স্টুটার! তুমিই যথার্থ ইংরাজ। মাতঃ গ্রেট্‌ব্রিটেন্ যে কি শুভক্ষণে তোমা হেন রত্ন প্রসব করেছিলেন, তাহা আমি এক মুখে বলতে পারিনে। যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার ন্যায় দেশ হিতৈষী ও স্বজাতি প্রিয় হতেন, তাহা হইলে কি ভারত ভূমির এত দিন এত দুরবস্থা থাকিত? এক শত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখন ও হিন্দু রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব! এক-জন সামান্য করদ-রাজা হয়ে মহামান্য রেসিডেণ্টের প্রাণনাশে উদ্যত! উঃ একে রেসিডেণ্ট্ তা'তে আবার কর্ণেল! মনে হ'লে শোণিত উষ্ণ হয়!

স্টুটার। মহাশয়, যদি অলঙ্ঘ্য সাগর উল্লঙ্ঘন করে ভারত-বর্ষে এসে কেবল সামান্য দুই এক জন চোর ধরেই ক্ষান্ত হই, এইরূপ অত্যাচারী রাজাগণকে পদানত কত্তে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা, ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা। এ বজ্র-মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্য সৃষ্ট হয়েছে।

পেলি। তা'র সন্দেহ কি, অত্যাচারীর অত্যাচার হ'তে হিন্দু-দিগকে মুক্ত কত্তেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, যবন ও মহারাষ্ট্রীয়রাই পূর্ব্বে ভারতবর্ষের

প্রধান অত্যাচারী ছিল। সেই এক জন যবন রাজাকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত করে মহাত্মা ডেল্‌হাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করে গেছেন। এই নীচান্তঃকরণকে পদানত কর্ত্তে পাল্লে লর্ড্ নর্থ্‌ব্রুক্ ও প্রাতঃস্মরণীয় হবেন। আমাদের নাম ও হিন্দুদের কিছুকালের জন্য মনে থাকবে।

স্নুটার। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মূর্খেরা বোঝেনা যে, আমরা যে এ সকল কার্য্য কচ্ছি সে কেবল তা'দেরই হিতের জন্য। হিন্দু রাজাগণ তা'দের রীতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এই জন্য সেই সকল রাজা আমাদের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা, নইলে আমাদের বৃথা ভারগ্রস্ত হওয়ার আবশ্যক কি ?

পেলি। তা'র সন্দেহ কি।

স্নুটার। কিন্তু, আপনি দেখবেন যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে, এত পরিশ্রম করে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহার রাও দোষী কি না, প্রমাণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্ছে, সেই সকল প্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা করবে এবং "অত্যাচারীই হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" বলে চীৎকার করে জ্বালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি এখনও অসভ্য আর সরল প্রকৃতি, সেই জন্যই আমাদের সভ্যতার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না। আর কিছুদিন আমাদের সহবাসে থাকলে সভ্য হবে, তখন আর এরূপ বলবে না।

স্নুটা। দেখুন দেখি কত বড় অন্যায়, মলহাররাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পত্তি একলা ভোগ কচ্ছে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য ইংরাজ অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি,

বরদা রাজস্বের শতাংশের একাংশ হলেই মলহাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রী অংশ দ্বারা কত শত ইংরাজ প্রতিপালন হতে পারে এবং তারা সুখে থাকলে পৃথিবীর কত উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ। ভারতবর্ষের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, ধন যথেষ্ট আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। খোদাবন্দ! মহারাজ আসছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আছে?

ভৃত্য। খোদাবন্দ! সঙ্গে আর কেউ নেই কেবল জন কতক শরীর রক্ষক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেশ্ হয়েছে। মাষ্টার সুটার আপনি যান, রেসিডেন্সীর সীমার বাহিরে যেরূপ কথা আছে সৈন্য ঠিক করে রাখুন গে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক্সনকে বলে পাঠান যে তিনি রীতিমত সৈন্য লয়ে রাজবাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি সিল করেন।

সুটার। আচ্ছা! গুড্‌মর্ণিং, আমি আর দেরি করবো না।

[প্রস্থান।

পেলি। আজকের কার্য্য যদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা কর্ত্তে পারি, তাহা হইলে আমার মুখ রক্ষা হবে। যে সে নয়, একজন রাজাকে বন্দী করা, সহজে যে সম্পন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। যাহোক, বরদায় আমাদের সৈন্যবল আজ কাল বিস্তর।

(মলহাররাওয়ের প্রবেশ)

আসুন মহারাজ।

রাজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই একবার সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হলেম, আপনার শারীরিক কুশল তো?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অনুসন্ধানের কতদূর হ'ল?

পেলি। আজ্ঞে সেই সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজা। এর আর কষ্ট কি। আমাদ্বারা যতদূর হতে পারে সাহায্য কত্তে প্রস্তুত আছি। সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মীয়ও হয় তথাপি তার সমুচিত দণ্ডবিধান হলে আমি সুখী হ'ব।

পেলি। আজ্ঞে এ গোলোযোগের সূত্রপাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্ছেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটী অনুগ্রহ কত্তে হবে।

রাজা। বলুন।

পেলি। আপনি, বোধ হয়, অবগত আছেন, যে সকল সাক্ষী বন্দী হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজকে অপরাধী বলে নির্দ্দেশ কচ্ছে।

রাজা। লোক পরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন আমি দোষী কিনা।

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় আপনার সিংহাসনে বসে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আপনি আপনার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দী ভাবে অবস্থিতি কত্তে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বন্দী? আমায় বন্দী হতে হবে? যথা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে করুন। এক্ষণে আমি আপনারি হস্তগত।

পেলি। না মহারাজ, আমি তা পারবো না। ইংরাজদিগকে তত নীচ প্রকৃতি বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান করে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্ত মনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ স্থানে আমি কোন অন্যায় ব্যবহার কত্তে পারিনে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম করে আপনার রাজ্যে পদার্পণ করুন, তথায় লোক জন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞা পত্র আপনার সমক্ষে পাঠ করে নিয়মানুযায়ীক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা। মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিফল বাধা দিতে উদ্যত না হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ কচ্ছি, তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত করে, সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্যগণ সামান্য লোকের ন্যায় আমায় বন্দী করবে, আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটী কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।

রাজা। ব্রিটীশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন,—নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বো, আর সেই অমূল্য স্বাধীনতা ধন আমা হতে অপহৃত হবে। জগদীশ্বর জানেন আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে?—কে আমার নির্দ্দোষীতা সাব্যস্ত কত্তে এসে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করবে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ! এখন সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ! এ দুঃসময়ে

আমি যে মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি এ ও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মিত্র। *আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। মহাশয়! কল্পনা করে এ নিদারুণ কথা কে জিহ্বাগ্রে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

মদ। আহা স্বপ্নেও যাহা কেউ কখন ভাবেনি তাই হ'ল। ভাই তুমি কেমন করে তা স্বচক্ষে দেখলে? আমার শুনে যে মনের ভিতর কেমন কচ্ছে, তা আর কি বলবো। আহা! যে ভারতভূমি পূর্ব্বে কুসুম-দাম সজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি দুর্দ্দশা হচ্ছে। পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক। দীপ নির্ব্বাপিত। আচ্ছা ভাই, বরদা-বাসী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হলেন, অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল; তারা কি সকলে শবের ন্যায় এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন কল্লে?

আয়া। তারা আর করবে কি। কার সাধ্য সেই শ্বেত কান্তি ভীমকায় সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়। প্রায় সকলেই ভয়ে

পলায়ন কল্লে, কেবল কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের ন্যায় মহারাজকে বন্দী করা নিতান্ত অন্যায়", তাতে এক জন ইংরাজ বিকৃত স্বরে "মহারাজ" এই কথা বলে বিদ্রূপ করে হেসে উঠলো। কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কত্তে হুকুম দিয়ে ভদ্রতা করে বল্লেন যে "তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের ন্যায় বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সীতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।" একজন পেলি সাহেবকে মিনতি করে বল্লেন "যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদেরি নিযুক্ত করুণ।"

মদ। তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আয়া। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সততার সহিত ভদ্রলোকটীকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন; বল্লেন "এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ সৈন্যগণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে তারাই তোমাদের মহারাজের শরীর রক্ষক হবে এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।" ভদ্র লোকটী বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান কল্লেন।

মদ। ভাই, কি হ'ল মহারাজ কি আর কখন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? হিন্দুরাজ্যে বাস করি বলে গৌরব করা কি একেবারে শেষ হ'ল?

আয়া। ভাই, একেবারে নিরাশ হ'ওনা। এর মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজ্যচ্যুত হবেন বলে আশঙ্কা কচ্ছো কেন? গবর্ণর

জেনেরেল মত দিয়েছেন যে, তিনজন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিনজন হিন্দুরাজ মিলিত হয়ে একটী কমিসন বসবে, তাদের সমক্ষে যদি মহারাজ আপনার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ কত্তে পারেন, তা হলে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হবেন।

মদ। তুমিও যেমন ভাই, "উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।" কমিসনটা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এরূপ অপমান কত্তো না। যে সকল প্রজারা স্বচক্ষে মহারাজের এ দুর্দ্দশা দেখলে, তাঁদের সম্মুখে আর তিনি কোন মুখে সিংহাসনে বসবেন?

আয়া। না না ভাই, এটী তোমার ভ্রম। তুমি তবে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে বিশেষ জান না। তাঁর ন্যায় অপক্ষ-পাতী রাজনিতীজ্ঞ শাসন কর্ত্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ দানের অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হলে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ। ধন্য তাঁর বদান্যতা! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সে তিনি সাধারণকে এ সৎকার্য্য দেখাবার অবসর পাবেন না, কারণ, ভারতবর্ষীয় পুলিষ সাক্ষীসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সীর দুই চার জন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে মজুর গাড়ওয়ান জোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আণ্ডামানে পাঠান হবে তার আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পন্থ মহাশয় ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

আয়া। কোন পন্থ?

মদ। মন্ত্রীবর দামোদর।

আয়া। ওঃ ঐ এক বেটা ধাড়ী পাজি। ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস করে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতলায় বসে পরামর্শ করেছেন, কমিসনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন?

মদ। কেন কর্ব্বেন না—পুলিষে ধরেছে, কয়েদ করেছে, কবুল করিয়েছে আবার কমিসনারদের কাছে শপথ করে বলবে এ আর বিশ্বাস করবে না? পুলিষ কি আর তেমন লোককে ধরে, না পাঠায়, আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতেও পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা বলে রাওজি কি মিথ্যা বলতে পারে?

আয়া। থাক ভাই, আর ও কথায় কাজ নেই। সন্ধে হ'ল, চল বাড়ী যাই; আবার কে কোথা থেকে শুনবে আর সাক্ষী বলে ধরে নে যাবে।

মদ। মিথ্যা নয়।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বশুরের প্রবেশ)

কেও? কেও? পালায় কে?

শ্বশু। ও বাবা, কোথায় যাব।—আবার এখানেও শিপুই? না বাবা আমি কিছুই জানিনে।

মদ। কি গেরো, শ্বশুর, ওকি হাঁপাচ্ছ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

শ্বশু। কেও মোদোন নাকি? সত্যই মোদোন না শিপুই? আর ও বোক্তি কে?

মদ। ও আমাদের আয়ান, চিন্তে পাচ্ছ না?

শ্বশু। আয়ান চোন্দোর, সত্যতো। কৈ দাঁত দেখি? (মদন ও আয়ানের হাস্য) না না, ববোচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।

আয়া। ভয় কিসের?

শ্বশু। আরে জানো না শোনো না, আমারে সাক্ষী ধত্তে এসেছিলো।

মদ। সাক্ষী ধত্তে?—কি, কি ব্যাপার কি?

শ্বশু। বেপার ভয়ালোক! তুমি তো বেরিয়ে এলে, আমি, মনে করো, দোখিনের কুটুরিতে তামুক খাচ্ছি, ওয়াফ্ বোসি পান তৈয়ের কচ্ছে, এমন সোময় দরোজায় কে ধাকা দিলে। আমি বোলি কেও, মোদোন? তা ববোচনা করো, উত্তোর দিলে না, জোরে জোরে ধাকা দিতে লাগলো। আমি বোল্লাম পোসোন্ন হুকোটো খোরোতো,—বলি নেমে আসি, দেখিনা সিঁড়ির কাছে লোঘি কুকুরটো এসে দাড়ালো। আমি বোল্লেম, লোঘি তুই ঘোরির মধ্যে যা। মনে করো, লোঘিতো দোড়িয়ে ঘরির মধ্যে গেলো।—

মদ। আরে হয়েছে কি বলনা—ওসব তোমার কে শুনতে চায়।

শ্বশু। আরে তুমি থামো, সকোল কথা খুলি না বোল্লি আয়ান চোন্দোর বুঝতি পারবে কেন? মোনে করো, সোবে মাত্রো আমি লাচ দোরটী খুলেচি অমনি ববোচনা করো, তিন চার বোক্তি চোকিতের ন্যায় আমারে পাকড়া কোল্লে।

মদ। তাদের মধ্যে কি কোন সাহেব ছিল?

শ্বশু। না; সোকোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাধা।

তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা কল্লি তুমি কি করো, ববো-চনা করো, আমি বল্লেম, “আমি ভ্রতো আর চিনির ববোসা কৃরি” তা বল্লে “সরবোতের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিষে যেতে হবে” বোলেই, মোনে করো আমাকে পাচথেকে ধাকা দিতে দিতে নিয়ে যায়। আমি, ববোচনা করো, বড় বিপদে পড়লাম। একজন, মোনে করো, আমার গায়ের রোপোর থানা শক্ত মোতো কোরে দুই হস্তে ধরি আছে। আমি একডা বুদ্ধি খাটালেম, মোনে করো, এক ঝটকান দিয়ে রোপোর থানা ফেলিয়ে থুয়ে চকিতের ন্যায় দোড়িয়ে পালাইয়ে এলাম।

মদ। আহা, আহা! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার।

শ্বশু। অত্যাচার তো, ববোচনা করো, আজ কাল অনেকের প্রতিই হচ্ছে, পথে আসতে দেখলেম জহুরিদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ।

আয়া। কোন জহুরি?

শ্বশু। ঐ ফতেচাঁদহেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য দিতে হবে বলে মার্ত্তে মার্ত্তে লয়ে যাচ্ছে।

মদ। তা এখন পালাচ্ছ কোথা। এস আমার সঙ্গে বাড়ী এস কোন ভয় নেই।

শ্বশু। হাঁ ভয় নেই তো তুমি বল্লে, ওদিকে ববোচনা করো, আমায় পাকড়া করবার জন্যে প্রেকাট্ মেরে দিয়েছে বাড়ী আমি যাবো না। একবার কাদুর বাড়ী যেতে পাল্লে হয়—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে, ববোচনা করো, সিপুই ছেড়ে সাহেবের হাঙ্গামা চোলবে না। সেদিন, মোনে করো, দুজন পুলিষের সাহেবকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। তোমরা থাকো আমি, ববোচনা

করো, আর দাঁড়াতে পারিনে। মনে করো, তারা পাচিয়ে পাচিয়ে আসছে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

আয়া। কার বাড়ী গেল?

মদন। কাদোর। কাদো একজন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয়। আমি প্রায় যাঁর বাড়ীতে থাকি। অতি ভদ্রলোক। ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন।

আয়া। ওঃ আচ্ছা এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখছি। শ্বশুর বলেই জানি—ব্যাপারখানা কি?

মদ। ওর বাড়ী পূর্ব্ব বঙ্গদেশ, লোকটী বড় সরল, বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুগত। চলুন এখন যাওয়া যাক, দেখা যাক কি হচ্ছে।

আয়া। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজঅন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

লক্ষ্মীবাই আসীনা।

লক্ষ্মী। (রোদন স্বরে গীত)

রাগিণী জংলা ঝিঁঝিট, তাল তেওট।

প্রাণ মম সদা কাঁদিছে।

প্রাণ মম সদা নাথ বিরহে দহিছে—

ওঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ ॥

পোড়া বিধি বাম, নিদয় হয়ে,
প্রাণ-নাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে ॥

আহা! কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজবাটীতে প্রবেশ করেছিল। অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো। যে দিন হতে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি সেই দিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত। কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্তা হলেম! হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভালবাসলেন!—কেন তিনি এ কুলক্ষণাকে আদর কল্লেন। এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে। লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয়। রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে সেই জন্যই সর্ব্বদা এই কুসুম কাননে নির্জ্জনে বসে থাকি। কিন্তু এই কুসুম কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে? পতি যে কি ধন তা মহারাজের গলে বরমাল্য দিয়েই জেনেছি—পূর্ব্বে জানতেম না। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আপনার রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে গর্ব্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি। কেন আমি তাঁর অদর্শনে জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছি। আহা! যখন মহারাজের হাত ধরে এই কুসুম কাননে ভ্রমণ কত্তে আসতেম তখন এই কানন অমর ভবন সদৃশ বোধ হতো। আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রমোদ কানন আমার, দাবানল বেষ্টিত ভয়ঙ্কর নিবিড় বন অপেক্ষা ভীষণ বোধ হচ্ছে। পতি যে কি ধন তা বিচ্ছেদ না হলে বোঝা যায় না। জ্যোৎস্না না থাকলে অমানিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো? এই সেই কুসুম কানন,—

সেই তরু-দলে পুষ্প-দাম সেইরূপ প্রস্ফুটিত, সেই সরোবরে সরোজিনী সেইরূপ নিমীলিতা, নীল কাদম্বিনীকোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার হৃদয় কেন জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি;—তার কারণ আছে। অবলা রমণীর বিশেষ হিন্দু রমণীর পতি বিনা অন্য গতি নাই। পতি বিহীনা নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত। আহা, আহা! প্রাণনাথ এখন কোথায়? কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ অট্টালিকায়, সুবাসিত কুসুম শয্যায় প্রণয়িণীগণ বেষ্টিত হয়ে যাঁর নিদ্রা হতো না, তিনি কিনা এখন ভীমকায় ইংরাজ সৈন্যগণ বেষ্টিত ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত! ওঃ! মনে হলে বুক ফেটে যায়! আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ কত্তে পাবো? আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর আধ আধ কথা শুনে তার মুখ চুম্বন কত্তে কত্তে আমার প্রতি সুহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ব্বেন। আহা, আহা!—রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল! এত অপমান? ওঃ কি পরিতাপ! কি করি? কোথায় যাই? কে আর এখন আমার সহায় হবে? কে আর আমার দুঃখে দুঃখী হবে? কে এখন আর আমার বিলাপ বাক্যে মহারাজের সাপক্ষ হবে!—আহা! কুমা যদিও আমার সপত্নী তনয়া, তবুও তাকে আমার নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। কি তার বুদ্ধি! কি তার মহত্ত্ব! কি তার তেজ! কিন্তু সকলি বৃথা। হিন্দুকুলের গৌরব রবি অস্তমিত। নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী হব, পথের কাঙ্গালিনী হব, উদরের অন্নের জন্য শিশু সন্তান কোলে করে আমাকে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হবে। সুখের আশায়, ভালবাসার আশায়, মহারাজকে আত্মসমর্পণ করেছিলেম। তার

শেষ ফল কি এই? অনাথিনী ভিখারিণী পথের কাঙ্গালিনী! (নীরবে রোদন)।

(কুমাবাইয়ের প্রবেশ)

কুমা। এই যে ছোট মা এইখানে আছেন। মা আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওকি মা তুমি বসে বসে কাঁদছো মা!—ছি মা তুমি রাজমহিষী, সামান্য রমণী নও, এ তোমার উচিত নয়! হাঁ মা এখন কি আমাদের কাঁদবার সময়? রাজমহিষীর বা রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবে! এখন আমাদের কি কান্নার সময়? কে মা আমাদের কান্নায় ভুলবে। বরং মা এখন উদ্যোগ কর, যাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পান। সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদক আমাদের সহায়। মা কি বলবো জগদীশ্বর আমায় রমণী করে সৃজন করেছেন, কিন্তু তবুও ছাড়ব না। শুনেছি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় দয়ার শরীর, এবার মা আমি তাঁর দয়ার পরীক্ষা করবো।

লক্ষ্মী। বাছা যদিও তুমি আমার সপত্নী-তনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বলতে মনে মনে বড় অহঙ্কার হয়। বাছা, দিদি ধন্য যে তোমার মতন অমূল্য রত্নকে গর্ভে ধারণ করেছেন। বাছা যদিও আমি তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ-সাগরে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তোমা বিনে কে আর আমাদের সান্ত্বনা দেয়। কে তোমার মতন "মহারাজকে তাঁর রাজ সিংহাসনে আবার বসাব" বলে আমাদের আশ্বাস দেয়। তুমি যদি মা আমার গর্ভজাত মেয়ে হতে—তা হলে আর আমি কোন সুখের লালসা কত্তেম না। যদি মা কোন উপায়ে তোমার জন্মদাতাকে, আমার হৃদয়েশ্বরকে, উদ্ধার কত্তে পার। তুমি অতি

বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী রমণী; যথার্থ রাজকুলবালার গৌরব। তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবে না। যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা আমায় মার মতন ভাববে? সৎমা বলে ঘৃণা করবে না? বল মা একবার বল। তোমার মত মেয়ে বহুকালের পুণ্য ফলে জন্মায়।

কুমা। হাঁ মা আমি কি কখন তোমায় অমান্য করেছি? মা কখন কি তোমায় সৎমা বলে ভেবেছি?

লক্ষ্মী। বাছা তোমার স্বভাব যে তা নয়। তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছ? তবে কি না মা আমার অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নাই।

কুমা। মা! অদৃষ্ট যে আমাদের সকলেরই সমান মা! এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে আমায় আপনি এত স্নেহ করেন। আপনার স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আমি বলতে পারিনে। তা মা রাত হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ নাই। মা শুতে পাচ্ছেন না।

লক্ষ্মী। সেকি, দিদি এখন শোননি? চল মা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

কমিসন সভা।

কমিসনারগণ, সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন, স্কোবল্, নাজির, ইণ্টর্‌প্রেটর, উকীলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল্ ফেয়ার, সার্ লুইস্ পেলি, দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যাল। 'মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি করে জানলে ?

আমি। আমি ইংরাজ বাহাদুরের নিমক খাই যা যা হয়েছে সব ঠিক ঠিক বলছি। পিদ্রু আর রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে মহারাজা বিষ খাওয়াবেন।

ব্যাল। ঐ দুইজনের মুখে যদি কিছু না শুনতে, তা হলে মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা কচ্ছেন, তোমার এ সন্দেহ হ'ত না ?

আমি। না, তাহলে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হ'ত না।

ব্যাল। আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিদ্রু আর রাওজি তোমায় কবে বলেছিল ?

আমি। ওরা দুজন মহারাজের বড় প্রিয়পাত্র ছিল।

ব্যাল। আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না। পিদ্রু আর রাওজি তোমায় বিষের কথা কবে বলেছিল ?

আমি। কৈ, পিদ্রু আর রাওজি তো আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজন বলেছিল।

ব্যাল। 'তবে কেন বল্লে, পিদ্রু আর রাওজি বলেছে ?

আমি। তা—তা—আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যাল। তুমি কি সজ্ঞানে আছ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্ছেন?

আমি। আপনি কি ভাবছেন আমি মিথ্যা বলছি। আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাত গিয়েছি;—এই সার্টিফিকেট দেখুন। (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যাল। যদি রাওজি আর পিদ্রু বলেনি, তবে কে বলেছিল?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ করিম আর কাজি, হাঁ, হাঁ ঠিক ঠিক। ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা অত কি মনে থাকে?—মেয়ে মানুষ বই তো নয়।

ব্যাল। এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে?

আমি। না, তা আমি কেমন করে বলবো।

ব্যাল। যখন তুমি জানলে যে তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে বলে, বাঁচাবার চেষ্টা কল্লে না কেন?

আমি। আমি জানতেম না যে হিন্দুরাজা একজন সাহেবকে এমন করবে! এমন তো কখন হয় নি।

ব্যাল। স্লুটার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে "মহারাজা তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না?"

আমি। স্লুটার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু আমি বল্লেম বিষ খাওয়ার কথা জানি না; আমি যা জানতেম তাই বলছি।

ব্যাল। আচ্ছা, বল দেখি আকবার আলি কি তার ছেলে আবদুল আলি তোমাকে বলেছিল যে "মহারাজা অবশ্যই বিষের কথা বলেছেন।"

আমি। হাঁ তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যাল। স্টুয়ার্ট সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন?

ব্যাল। যখন তোমায় ভয় দেখায়?

আমি। কৈ, আমায় কেউ ভয় দেখায়নি তো। আমি ভয় পাবার মেয়ে!

ব্যাল। আঃ! আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে।

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিলেত গিয়েছি, কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত জায়গায় গিয়েছি (কাঁদিয়া) আমি এরেবিয়ায় গিয়েছি, নাইনিতল পাহাড়ে গিয়েছি—

ব্যাল। তুমি যদি এই রকম বল তা হলে সিমলে ছেড়ে এণ্ডামানে যেতে পারবে। এখন বল মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে?

আমি। গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যাল। যাও—

[আমিনার প্রস্থান।

স্কোব। রাওজি রহিমন্।

(রাওজির প্রবেশ ও ইন্টরপ্রিটর দ্বারা শপথ করন)

স্কোব। বল তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমায় বিষ দিয়েছিল—কিরূপে তুমি সরবতে বিষ দাও আর কি জন্য তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম্ম অবতার! আমি রেসিডেন্সির হাওয়ালদার, বড় গরিব—আমি কোন মতেই রাজি হইনি—তবে সেলিম আর যশোবন্তরাও রোজ রোজ এসে বলতো যে মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কত্তে চান। তাই শেষে ভাবলেম, অত বড় লোকটা রোজ রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন না যাওয়াটা ভাল হয় না। তাই মনে করে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলেম। মহারাজ আমায় বসতে বলে অনেক খাতির যত্ন কল্লেন, আর বল্লেন যদি আমি তাঁকে রেসিডেন্সির খপরাখপর এনে দিতে পারি তা হলে আমায় খুসি কর্ব্বেন। আমি বল্লেম, মহারাজ আমার বিবাহ করবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পাঁচশ টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি কিছু খুসি হলেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিলিতে যেতেম। পিদ্রুও আমার সঙ্গে যেত। এক দিন মহারাজ পিদ্রুকে জিজ্ঞেসা কল্লেন যে সাহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন কি না? পিদ্রু বল্লে "সাহেব আপনার যাতে ভাল হবে তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, আর ছোট মেম সাহেবের আপনার উপর বিশেষ টান আছে।"

স্কোব। পিদ্রুর সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম্ম অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয়নি—তার পর, পিদ্রু গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, দুজনে যেবার যাই সেবার মহারাজ পিদ্রুকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিদ্রু জিজ্ঞেস কল্লে "এতে কি আছে?" মহারাজ বল্লেন "বিষ" পিদ্রু বল্লে "আমি এ নিয়ে কি কর্ব্বো?" মহারাজ বল্লেন "সাহেবের খানায় মিসায়ে দিও" পিদ্রু বল্লে "তা আমি পার্ব্বো

না, সাহেবের হটাৎ কোন ভাল মন্দ হলে আমি ধরা পড়ে মারা যাব” মহারাজ বল্লেন “সে ভয় নাই, সাহেবের যা হওয়ার হয় তুই তিন মাস পরে হবে।” পিক্রুও টাকা পেয়েছিল, কত তা জানিনে।

স্কোব। তুমি কবে মহারাজের নিকট বিষ পাও তা বল।

রাও। সে, যে দিন নরসুর সঙ্গে যাই। মহারাজ আমায় একটা মোড়োক দিয়ে সাহেবের সরবতে মিশিয়ে দিতে বল্লেন, আর বল্লেন যে কাজ হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা দেবেন। তাই আমি সাহেবের সরবতে বিষ মিশায়ে দিয়ে ছিলেম।

ব্যাল। তুমি কত দিন কর্ণেল ফেয়ারের কর্ম্মে আছ ?

রাও। প্রায় দেড় বছর।

ব্যাল। সাহেব তোমায় ভালবাসতেন ? তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল ?

রাও। কিছুনা, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন।

ব্যাল। সেই জন্যই তুমি একেবারে তাঁর প্রাণ নাশ কত্তে উদ্যত হয়ে ছিলে ?

রাও। মহারাজ যে আমায় টাকা ঘুস দেব বলে লইয়ে ছিলেন। আমি গরিব মানুষ—আমায় তিনি এক লাখ টাকা দেব বলে ছিলেন।

ব্যাল। তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কত্তে তুমি একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে ?

রাও। মহারাজ সাহেবকে খুন কত্তে চেয়ে ছিলেন।

ব্যাল। হাঁ হাঁ মহারাজই খুন কত্তে চেয়ে ছিলেন—কিন্তু তুমি হাঁতে করে মারতে চেয়েছিলে ?

রাও। হুজুর আমি একে গরিব মানুষ, তায় আবার একজন

শিখিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? দোহাই সাহেবের—আমি বড় গরিব।

ব্যাল। তুমি স্টুটার সাহেবের কাছে বলেছ যে মহারাজ তোমাকে একটা সিসি করে বিষ দিয়াছিলেন। তা সে বিষ সাহেবকে দাওনি কেন?

রাও। তার একটু আমার গায়ে পড়ে গিয়ে ফোস্কা হয়, তাই পাছে সাহেবকে দিলে তাঁর কোন বিপদ হয় সেই জন্য ফেলে দিয়েছিলেম।

ব্যাল। সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়েছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়বে বলে?

রাও। তা—তা—তা—ধর্ম্ম অবতার আমি বড় গরিব।

ব্যাল। আচ্ছা—তুমি নরস্যুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ?

রাও। সে আমি মিছে করে বলেছিলেম।

ব্যাল। মিথ্যা কথা বল্লে তুমি কিছু থাক ভাল, না?

রাও। আজ্ঞে হাঁ—না, আমি গরিব মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি? নরস্যু আমায় একশবার জিজ্ঞেসা কর্ত্তো, তাই মিছি মিছি বলেছিলেম।

ব্যাল। স্টুটার সাহেব অবশ্য তোমাকে সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয় সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর সমক্ষে বলেছ—যাও।

[রাওজির প্রস্থান।

ইণ্ট। পিক্রু ডিসুজা।

(পিক্রুর প্রবেশ)

ইণ্ট। শপথ কর।

পিক্রু। (শপথ করণ)

স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ মকদ্দমায় তুমি কি জান বল ?

পিক্রু। আমার নাম পিক্রু ডিসুজা, আমি ফেয়ার সাহেবের বট্‌লার, এ মকদ্দমায় এমন কিছু জানিনে—তবে, সেলিম আমায় রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রায়ই ডাক্‌তো আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছিল—তা আমি কখন যাইনি।

ব্যাল। কখন যাওনি ?

পিক্রু। না ধর্ম্ম অবতার।

ব্যাল। রাওজিকে চেন ?

পিক্রু। চিনি, এক সঙ্গে কাজ করি—মুখের আলাপ।

ব্যাল। রাওজির সঙ্গে কবার রাজবাড়ীতে গিয়াছিলে ?

পিক্রু। একবারও নয়।

ব্যাল। সে কি! মহারাজ তোমায় কখন কিছু দেননি ?

পিক্রু। আমি কখন যাইনি, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন ?

ব্যাল। আর রাওজি যদি বলে থাকে যে তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়াছিলে।

পিক্রু। ধর্ম্ম অবতার! তা হ'লে সে মিছে কথা বলেছে—আমি কখন যাইনি।

ব্যাল। যাও।

[পিক্রুর প্রস্থান।

স্কোব। কর্ণেল ফেয়ার (কর্ণেল ফেয়ার দণ্ডায়মান ও শপথ

করণ) আপনার নাম কি, আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন ?

ফেয়া। আমার নাম রবার্ট ফেয়ার—বম্বে আর্মির কর্ণেল। ১৮ই মার্চ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বরদায় পলিটিকেল রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ খেতেম। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই।৭ই নবেম্বর দু দিন সরবৎ খেয়ে আমার শরীরে অসুখ বোধ হয়েছিল। ৮ই সরবৎ খাইনি। ৯ই মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে আসতে রাওজি ছেলাম কল্লে—অন্য দিন সে সেলাম কত্তো না। আমি তার প্রতি মনোযোগ না করে ঘরের মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ পান করেই আমি চিঠি লিখতে বসলেম। আধ ঘণ্টা পরে মুখে তামাটে স্বাদ পেলেম, আর শরীর কেমন কর্ত্তে লাগলো। আমার বেশ বোধ হ'ল সরবৎ খেয়েই এরূপ হয়েছে। তখনি সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্ল্যাসটা ফিরে টেবি-লের উপর রাখবার সময় দেখি গ্ল্যাসের গা দিয়ে খাঁকরির মতন গড়িয়ে পড়ছে আর গ্ল্যাসের তলায় কতকটা ঐরূপ রহেছে। আমার মনে কিছু সন্দেহ হ'ল—ডাক্তার সিউয়ার্ডকে লিখে পাঠা-লেম। তিনি এসে পরীক্ষা করে বল্লেন সরবতে বিষ মিসান ছিল।

ব্যাল। মহাশয়! ১৮ই মার্চ বরদায় আসেন, এর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া। এর পূর্ব্বে আমি নর্থ গুজরাটে পালনপুরে পলিটি-কাল রেসিডেণ্ট ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম কদিন করেছিলেন ?

ফেয়া। ছয় সপ্তাহ—আমি আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করেছি।

ব্যাল। পালনপুরের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া। আপার্ সিন্ধে ফ্রন্টিয়ার ব্রিজের পলিটিকাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর চিফ্ কমিসনার ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম আপনি কি জন্য ত্যাগ করেন ?

ফেয়া। আমি ছুটি লয়ে বিলাত গিয়েছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম্ম করেছিলেন ?

ফেয়া। না।

ব্যাল। কেন ?—আপনাকে কি সে কর্ম্ম থেকে বরতরফ করা হয়েছিল ?

ফেয়া। না—না—হাঁ—তাই বটে !

ব্যাল। ৭ই মে গাইকোয়াড়ের লক্ষীবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ?

ফেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ৭ই মে।

ব্যাল। সেই সময় আপনার সঙ্গে মাহারাজের কোনরূপ মনান্তর হয়েছিল ?

ফেয়া। হাঁ—সেই সময় মহারাজ, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের কাছে খরিতা পাঠান।

ব্যাল। ভাল—আপনার মাথায় না একটা ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউয়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন ?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যাল। ব্যারামের সময়ও আপনি সরবৎ খেতেন ?

ফেয়া। হাঁ—

ব্যাল। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দুদিন যখন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে সরবতের দোষে এরূপ হচ্ছে, তখন সে সময় সরবৎ পরীক্ষা করাননি কেন ?

ফেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে কেউ আমাকে বিষ দেবে।

ব্যাল। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান করেননি কেন?

ফেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি না, বোধ হয় সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ব্যাল। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ কারণ বলুন। এ মনুষ্যের কমিসন এবং মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এস্থানে দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় হবে।

ফেয়া। অন্য কারণ আমি কিছু এখন নির্দ্দেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না—

ব্যাল। আচ্ছা আপনি ডাক্তার গ্রেকে যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে, আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে আপনাকে বিষ দেওয়া হবে, তাতে আর্সেনিক, ডায়ামণ্ড্ ডাষ্ট্ আর কপার থাকবে—বলুন দেখি, কর্ণেল ফেয়ার! কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে এ গোপনীয় সংবাদ দেয়?

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই।

ব্যাল। স্মরণ নাই বল্লে চলবে না—"বিশ্বাসী লোক" "গোপনীয় সংবাদ" দিলে আর তার নাম মনে নেই!

ফেয়া। অনেক লোকে আমায় সংবাদ দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে পড়তো।

ব্যাল। বড় লোক হলেই ও কষ্ট সহ্য কত্তে হয়—এখন বলুন দেখি, ভাওপুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি না?

প্রেসি। কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিন—বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।

ফেয়া। ভাওপুনিকার হলেও হতে পারে।

ব্যাল। মহাশয়! হতে পারের কর্ম্ম নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—আপনি ভদ্র সন্তান, বিদ্বান, সৈনিক পুরুষ—আপনি এই সামান্য প্রশ্ন বুঝতে পাচ্ছেন না? বলুন একেবারে ভাওপুনিকার কি না?

ফেয়া। হাঁ, বোধ হচ্ছে সেই।

ব্যাল। আঃ—"বোধ হচ্ছে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলুন।

ফেয়া। হাঁ সেই বটে।

ব্যাল। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়ারের উপবেশন)

স্কোব। ডাক্তার সিউয়ার্ড।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কোব। বলুন আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষ পান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এড্উইন্ সিউয়ার্ড। আমি বরদার রেসিডেন্সির ডাক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে একথানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলেম। বারাণ্ডায় দেখলেম নরসু গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমায় দেখে সেলাম কল্লে না; কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপি নিলে—পূর্ব্বে কখন সে এরূপ কর্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি কর্ণেল ফেয়ার হাঁ করে বসে আছেন।—আমি মনে কল্লেম তাঁর হাঁচি পেয়েছে, তার পরে দেখলেম না—বরাবরই হাঁ করে রইলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা করে তার মধ্য হইতে আর্সেনিক আর ডায়মণ্ড্ ডাষ্ট্ পেলেম।

ব্যাল। কর্ণেল ফেয়ার পূর্ব্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয়, যে কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ পূর্ব্বে দুই এক দিন বলেছিলেন।

ব্যাল। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। জল আর কয়লা।

ব্যাল। যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। না।

ব্যাল। তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত করে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষ সংযুক্ত থাকৃতে পারে?

সিউ। মিথ্যা নয়, তখন আমি অতটা ভাবি নাই।

ব্যাল। আচ্ছা বলুন দেখি ডাক্তার, আর্সেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সিউ। ভুলে গিয়েছি।

ব্যাল। আচ্ছা আমি বলে দিতেছি। ৩½ গুণ, কেমন ঠিক কি না?

সিউ। আমার মনে হচ্ছে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যাল। ভাল, এটা বলতে পারেন, আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ। মহাশয় আমায় আর পেড়াপেড়ি কেন? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাল। বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপর বরাৎ? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ। আজ্ঞে, তা হলে বড় বাধিত হই—আমায় আর কেন?

[প্রস্থান।

স্কোব। হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ।

(হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথ করণ)

স্কোব। তোমার নাম কি? কি কি জান বল?

হেম। ধর্ম্ম অবতার! আমার নাম হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ। আমি এই নগরে জহরতের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে।

ব্যাল। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম। আমার।

ব্যাল। মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না।

ব্যাল। কখন না?

হেম। কখন না। একবার দেখাতে লয়ে গিয়াছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল।

ব্যাল। তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যাল। মিথ্যা কিরূপ?

হেম। গজানন্দ ভিটল্ দারোগা মহাশয় আমায় জোর করে লিখিয়ে লয়েছিলেন।

ব্যাল। তুমি লিখলে কেন?

হেম। না লিখে করি কি? পুলিষের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্ব্বো।

ব্যাল। তুমি যথার্থ বলছ পুলিষের লোকে তোমার উপর জোর করে তোমার খাতা বদল করে লয়েছে?

হেম। মিথ্যা বলবার আমার আবশুক কি? আজও পর্য্যন্ত সিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে।

ব্যাল। তুমি শপথ করে বলছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল পুলিষের লোকের পীড়নেই খাতা জাল করেছিলে?

হেম। হাঁ আমি শপথ করে বলছি কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিষের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি।

ব্যাল। চমৎকার ব্যাপার! আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

কাউ। মহারাজ! এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে বলুন।

রাজা। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রদান সম্বন্ধে আমার মান্যবর প্রিয় সুহৃদ গবর্ণর জেনেরেলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে। সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন! আমিও তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ এবং জগতের সকলের সমক্ষে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই। আমি স্বীকার করি যে আমার ও মন্ত্রীগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে রেসিডেণ্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্করণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ

করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেল বাহাছুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই। যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই গবর্ণর জেনেরেল বাহাছুর গ্রাহ্য করিবেন, এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫এ নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিবার আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই। আমিনা, রাওজি, নরসু এবং দামোদর পন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রতিবর্ণই মিথ্যা। রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি নির্ভয় চিত্তে কমিসনের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম, আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে— আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমায় বলুন আমি উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যে আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

ব্যাল। মহামান্য কমিসনরগণ! বিনা কারণে বহুতর নিষ্ঠুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া বরদার মহারাজ মলহাররাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবে-

চনা করে দেখুন কি যৎসামান্য সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অমূল্য স্বাধীনতাধন হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ সমক্ষে সামান্য লোকের ন্যায় অপমান করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভি-যোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান। কি উপায়ে এই নির্ব্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কের ভার অর্পিত হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিষ কর্ম্মচারীগণ যে কত বুদ্ধির কৌশলে, কত কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া-ছেন তাহা হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা পুলিষের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষীদিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই—কারণ, পুলিষপ্রহরীগণ যে কত ভদ্র ও নিরীহ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পার্লিয়ামেন্টের বিধিমতে পুলিষ সংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ্য, এমন কি পুলিষের সহিত সাক্ষীর সকল রূপ সংস্রব নিষিদ্ধ—কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই;—এখানে পুলিষের যথেচ্ছাচারীত্ব দমনের কোন বিধিই নাই;—এখানে পুলিষের ক্ষমতা অসীম—এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিষ ইচ্ছা করি-লেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস অসম্ভব।"

—এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেণ্টের সরবতে বিষ পাওয়া গেল, পুলিষের প্রতি অপরাধী অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিষের মহা অপযশ—একে স্বকার্য্য উদ্ধার, যশোলিপ্সা,—তাহাতে ক্ষমতা অসীম—তখন যে সদুপায় পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে অসদুপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার আর বিচিত্র কি! এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা এ দুষ্কর্ম্মে সহযোগী, তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেয়ারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন তখন পিক্রু সেস্থানে উপস্থিত ছিল। এডভোকেট্ জেনেরেল মহাশয় রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতায় পিক্রুকে আহ্বান কল্লেন—সকলে একাগ্রচিত্তে পিক্রুর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্ত্তে লাগিলেন—স্থির হইল পিক্রুর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু পিক্রু ডিসুজার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্ম্মকণা লুকায়িত ছিল তাহার অসাবধান শিক্ষক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে, এত পরিশ্রমে এক জন নির্দ্দোষী রাজার সর্ব্বনাশের জন্য যে একটী মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিক্রু তাহার ভিত্তির মূল উৎপাটন করিল। আর এক দুরাত্মা দামোদর—যাহা হইতে সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে সৈন্যগণের হস্ত

হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজদোষ স্বীকার করে।— তখন তাহাকে পুলিষের হস্তে অর্পিত করা হইল; সেস্থানে রাওজি ও নরসুর সাক্ষ্যের পোষকতায় স্বীকার করিল যে, "আর্‌সেনিক এবং ডায়মণ্ড্ ডাষ্ট্" সেই সঞ্চয় করিয়াছে—আর কোন গোল নাই—স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান তবে দামোদরের নিস্তার নাই—কারণ সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিষের মনোমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃতঘ্ন পামর দামোদর নিজের প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দ্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—মহারাজের ধন দ্বারা নিজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে যে রাজাদেশে সে সমস্ত হিসাব পত্র জাল করিয়াছে—কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে মহারাজ তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অনুশাসন পত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরুত্তর রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—ধনীগণ প্রায় জঘন্য কর্ম্মচারীগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতিপদে তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, প্রতিপদে প্রভুর সহিত চাতুরি করে—কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালীগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহ্যিক সৌহার্দ্দে এরূপ

অন্ধ হন যে ভ্রমেও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। স্যর লুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে মহারাজ অতি মধুর প্রকৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করে তাহার চিত্ত কি কখন স্থির থাকিতে পারে? হৃদয়ের ভাব কি কখন লুকায়িত থাকে—নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়! চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারও মুখে, তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন তখনই তাঁহার মুখে নিরপরাধের প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করায় তাঁহার লাভ কি? রাজকার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনান্তর ছিল এবং সেই জন্যই মহারাজ ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখানি খরিতা পাঠান—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদা ত্যাগের আদেশ আসিবে, তবে তিনি খরিতার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ৯ই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিলেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?" ধিক্ সেই কুচক্রীগণকে, যাহারা মহারাজার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে!—ধিক্ সেই নিরাশয় সংবাদপত্রসম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোর মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে! এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধিক্!

কমিসনার মহোদয়গণ! এখন একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ, নির্ব্বিরোধ মহারাজ মলহাররাও গাইকোয়াড়কে অপমানের সহিত অপদস্থ করা হইয়াছে! স্বাধীনতাহরণপূর্ব্বক কারাগারের কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে! তাঁহার সর্ব্বস্ব আবদ্ধ করা হইয়াছে!—কমিসনর মহোদয়গণ! একবার দেখুন! একজন মহদ্বংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া, নিতান্ত অসহায় অবস্থায়, সুবিচারাকাঙ্ক্ষায় আপনাদিগের সম্মুখে নিজ নির্দ্দোষিতা নিজ মুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষ সমর্থনাশয়ে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম। যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রপীড়িত রাজবংশধরের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। (উপবিষ্ট)

স্কোব। কমিসনার মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্‌জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কিছু বলিবার নাই। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—কেবল আমাদের কেন, সমস্ত য়ুরোপের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদিগের

মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই বিদ্যাবলে ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা, এ স্থানেও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তাঁ'র প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন, তজ্জন্যই তিনি কতিপয় বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুলিষের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিষের নিন্দা করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিষের নিকট বিলক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে—কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এস্থানের পুলিষে অতি মহৎ এবং ভদ্র ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচনা করুন, গাইকোয়াড়কে দোষী করায় পুলিষের স্বার্থ কি?—যে কেহ হউক না এক জনকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারা এ বিষম কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। হেমচাঁদ-ফতে-চাঁদ যে পুলিষের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল তাহার একজন প্রধান ক্রেতার রক্ষা হেতু। আর এক বিষয়, বিজ্ঞ সার্জেণ্ট্ বলিয়াছেন যে, মহারাজের মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজ-মান—কিন্তু তিনি জানেন না ভারতবাসীগণ মনোভাব গোপনে কত সক্ষম! অন্তরে তাহাদের যতদূর কষ্ট হউক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খরিতার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে, তখন কি নিমিত্ত

তিনি কর্ণেলকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেন্ট্ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন—তিনি এক ধনুতে এককালে দুই শর যোজনা করিয়াছিলেন—একটী দ্বারা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খরিতা পাঠাইতেছিলেন, অপরটীর দ্বারা দামোদর বিষ প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস তাহা কমিসনারগণের নিকট প্রকাশ করিলাম। সাক্ষীগণও যে পুলিষ কর্ত্তৃক শিক্ষিত নয় তাহারও প্রমাণ হইল। এক্ষণে কমিসনার মহোদয়গণ! যদি আমার মতের সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষীগণের সত্য সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয় যাঁহাকে "প্রপীড়িত রাজা" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরাভ্যন্তর।

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইল্‌সন উপস্থিত।

উই। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া। "ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার পত্রিকা।"

ফিলি। উইল্‌সন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েন্ট এণ্ড্ মে কোম্পানির জানা শুনা আছে?

উই। কেন?

ফিলি। তা'দের লিখে পাঠাও যে এক রকম ম্যাচ্ তৈয়ের করে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will "ignite *only*" the Native Press.

উই। হা!—হা!—হা!—এই জন্য। তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোকে কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলি। 'না, না, না—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ ওভার্লেণ্ড অমৃত বাজার দেখেই তো "পেল্ মেল্ বজেট্" সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজ গুলো আজ কাল ভাল চলছে না। "পেল্মেল্ বজেট্" "টাইম্স" ভূই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে 'সিলেকসন' করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ পেপার—জঘন্য "অমৃত বাজার"!

ফেয়া। নেটিভ পেপারের মধ্যে "হিন্দুপেট্রিয়ট" কতকটা ভাল;—যথার্থ লয়েল্।

ফিলি। তা, শুদ্ধ নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? "ইংলিশম্যান" "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" কি লোক হাসাচ্চেন? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোণার চক্ষে দেখেছেন তা বোঝা যায় না।—পেপার আমার "বম্বে গেজেট"।

উই। কেন? "পাওনিয়ার" "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্" ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ম্যান"—

ফেয়া। হাঁ কলিকাতারও নূতন কাগজখানি লিখছে ভাল।

ফিলি। এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিদ্যা

চাই—এমন কি, ভবিষৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুষ্কর।

ফেয়া। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্ছে।

ফিলি। তিনি যে মত স্থির করবেন তা আমি এখনি বলে দিতে পারি—তিনি তো আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গবর্ণরজেনেরল এখানে ক'জন এসেছেন?

উই। কর্ণেল! আপনার না প্রমোসন্ হয়েছে?

ফেয়া। হাঁ হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ করে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্মর্ণিং ডাক্তার! ভাল আছেন তো? বসুন।

সিউ। (সকলকে গুড্মর্ণিং করিয়া) হাঁ আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন অসুখ নাই?—এখন আর কপারি টেষ্ট্ পান্না?

ফেয়া। (হাস্য করিয়া) না। আচ্ছা ডাক্তার, আমার হাঁচি পেয়েছিল আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সিউ। আপনার হাঁ করা দেখে। হাঁ করা হচ্চে হাঁচির ইম্পর্টাণ্ট্ সিম্প্টম্।

ফিলি। সে যাক, ডাক্তার সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার গ্রে কে রেফার্ কল্লেন কেন?

সিউ। ও তো আর সাক্ষ্য দেওয়া নয়, যেন ডব্লিন্ ইউনি-ভর্সিটির ভাইভাভোষি একজামিনেসন্, আমি তো আর ষ্টডি করে একজামিন দিতে যাইনি যে, মুখে মুখে কেমিষ্ট্রীর প্রশ্নের অনর্গল

উত্তর দেব। আর সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন্ আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি করে জান্‌বো ?

ফিলি। তা বটে তো—ডাক্তার! আমার ক্ষমতা থাকিলে, তোমায় আমি প্রমোসন দিতেম।

সিউ। আমি হকারের কাছ থেকে একখানা চেম্বার্স কেমিষ্ট্রী কিনেছি—আবার আরম্ভ কর্ব্বো—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্ব্বে না।

ফেয়া। আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে। গত মেলের চিঠি পড়ে অবধি একবার নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হুজুর সেলাম—

ফেয়া। (বিরক্তি ভাবে) কেও, দামোদর—তুমি এখানে কেন?

দামো। (করজোড়ে) আজ্ঞে ধর্ম্ম অবতার, আপনার কাছে এলেম—

ফেয়া। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন ?

দামো। আজ্ঞে সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা করে—তা'ই আপনার শরণাপন্ন হ'তে এলেম। দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যো নাই।

ফেয়া। জান, তুমি আমার প্রাণ হত্যা করবার চেষ্টা করে-ছিলে ? কমিসনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করেছ।

দামো। আজ্ঞে! ধর্ম্ম অবতার আমি—

ফেয়া। চুপ্ কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক—তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'। নরঘাতক! কোন্ মুখে তুই আবার কাছে এসেছিস?—দেশের লোকে তোর মুখ না দেখে, বনে যা। এখান হতে এখুনি দূর হ'।

দামো। হা বিধাত! আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে। বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ—এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

[প্রস্থান।

ফেয়া। বুড়ি ব্রুট্।

সিউ। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। এমন কমিসন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই।

মদ। এমন প্রহসনও পূর্ব্বে কখন অভিনীত হয় নাই।

আয়া। সে কি ?

মদ। তা বই কি। আমার কথা সত্য কি না শীঘ্রই জান্তে পার্ব্বে।

আয়া। আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, যখন কমিসনার-দিগের মহারাজকে দোষী করার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন।

মদ। কমিসনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ ?

আয়া। ইংরাজ কমিসনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুকমিসনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলেছেন; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম তাহা অতি চমৎকার।

মদ। যখন তিন জন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দু রাজাদিগের মতের আবশ্যক কি?

আয়া। না সেটি হ'বার যো নাই। লর্ড নর্থব্রুক্ সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয়। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি, সেই জন্য দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাতি ধরে না। এখন যদি তিনি অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে। এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

মদ। শুনলেম নাকি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই। সে দিন তাঁর উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি মিনতির পর সাব্যস্ত হ'ল যে উকীলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাকবেন।

আয়া। হাঁ এরূপ নিয়ম হয়েছে বটে। তা যাই হোক, দুই একদিনের মধ্যেই গবর্ণর জেনেরেলের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে। আর আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন, যখন বিলাতের "টাইম্‌স," "পেল্‌মেল্ বজেট্" বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" "টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া" মান্দ্রাজের "নেটিভ্ পব্‌লিক ওপিনিয়ন্" বাঙ্গালার "ইংলিশ্‌ম্যান" "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" "অমৃত বাজার" প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষ সমর্থন কচ্ছেন, তখন এত লোকের মনে কষ্ট দিয়া কি লর্ড নর্থব্রুক্ মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বেন?

মদ। ঐ যা বল্লে ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাহাতে আবার আমাদের ভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ, অপক্ষপাতী, প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থব্রুক্ মহোদয় এক্ষণে গবর্ণর জেনেরেল।

আয়া। আক্ষেপের বিষয় "হিন্দু পেট্রিয়ট" বঙ্গদেশের একখানি প্রধান কাগজ, শুনেছি তা'র সম্পাদকও একজন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি তো গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটী কথাও বল্লেন না, বরঞ্চ বিপক্ষ পক্ষ সমর্থন করেছেন!

মদ। তাই তো "হিন্দুপেট্রিয়ট" এমন হ'ল কেন, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটী জাত্যংশে তেলি, দেখতে সুশ্রী নন, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল—শুনচি এখন তিনি "অনরেবল্" হয়েছেন।

আয়া। ওঃ তাই বলি—তেলি! হাত পিচলে গেলি, অনরেবল্ হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি! মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখন শুক পক্ষী বাস করে?

মদ। সে কথা যাক, "পুনা সার্ব্বজনিক সভা" গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠায় তা'র কি হ'ল?

আয়া। কৈ তার কিছুই শুন্তে পাইনি। দুর্বৃত্ত দামোদরের কি অবস্থা হয়েছে শুনেছেন। এখন আর বাড়ীর বা'র হ'বার যো নাই, পথে বাহির হইলেই চতুর্দ্দিক থেকে তা'কে গালি দিতে থাকে। পরশ্ব শুনলেম কতকগুলি লোক তা'র বাড়ীর সম্মুখে মহাগোলযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হ'ল না, তা নইলে নিশ্চয়ই বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম পেতেন।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আনলেও পাপ আছে। ওকে জীবন্ত দগ্ধ কল্লেও আমার রাগ যায় না।

আয়া। আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্ম বড় দুঃখ হয়—আহা! দেখুন দেখি সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল বলে কিনা একেবারে ওকালতি কর্ত্তে নিষেধ?—বড় আক্ষেপের বিষয়।

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাইতে পারিনে।

আয়া। ভাই, সকলই বুঝি, কিন্তু করব কি, আমাদের হচ্ছে "চোরের মার কান্না" বলবারও যো নাই ফোটবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে "আশা বৈতরণী নদী"—আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে তা'ই হবে, দুর্ব্বলের দৈবই বল। এখন আমাদের উচিত সকলে কিছু চাঁদা করে ব্রজভূষণ দাসকে কোন উপায় করে দেওয়া।

আয়া। হাঁ আমি "অমৃত বাজারে" ঐ বিষয়ে একটী প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়।

মদ। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে, একবার চল না কোন সংবাদ এসে থাকে তো জান্তে পারা যাবে।

আয়া। যাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগর প্রান্তে সরোবরকূল।

(একজন উদাসিনীর প্রবেশ।)

উদা। গীত।

তিলককামদ—ঝাঁপতাল।

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি॥
এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি॥"

[প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ এখানেও ভারতের ক্রন্দন ধ্বনি! এ হাহাকার রব কি আমায় ধিক্কার প্রদান করবার জন্য আমার অনুসরণ করেছে—কোথাও আমার সুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, অর্থপিশাচ বলে ঘৃণা করে। আগে আমি সকলের পূজ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের ঘৃণ্য হয়েছি। যে অর্থের জন্য আমি এত কল্লেম, যে অর্থের জন্য আমি সকলের চক্ষের বিষ হলেম, যে অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কঙ্কর হয়েছে। আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধন সম্পত্তিই আমার

অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে। যখনি আমার ধন রাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখনি আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন যন্ত্রণা উপস্থিত হয়! ওঃ! অর্থলিপ্সা হতে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই—কিছুতেই মানুষের আর এত সর্ব্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত মিত্রকেও শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয়।—কর্ণেল ফেয়ার! তোমার খাদ্য মধ্যে শত সহস্র কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র মণ হীরক-চূর্ণ তোমার সুমিষ্ট পানীয়কে বিষাক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থলিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তি মধ্যে যে গরল লুক্কায়িত থাকে তাহা হীরক-চূর্ণ অপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্রতর! ওঃ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! আমার লোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস হ'ল। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তে থাকে। মল্‌হাররাও! তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারাগারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছো!—সিংহাসনহারা হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ!—এ পাপ-হৃদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলছে তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা হয় না। সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা আর সহিতে পারি না। এ আগুন কি নির্ব্বাণ হ'বার নয়!—অম্বরে কি এমন জলধর নাই যার বর্ষণে দুর্ভাগা দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়!—

ওঃ! জগদীশ্বর! আর যে সহ্য হয় না—যথেষ্ট হয়েছে—আমায় বলে দাও কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্লে এ পাপ যন্ত্রণা হ'তে নিস্তার পাই!—ইহকালেই এই—এর পর যদি আবার পরকাল থাকে—ওঃ বিধাতঃ! তাহ'লে কি হবে?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নূতন নরকের সৃষ্টি হবে!—আর যে এখন পরকালকে পূর্ব্বের মত তাচ্ছিল্য কর্ত্তে পারি না—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ভয় প্রদর্শন কচ্চে—কি জাগ্রতে কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমায় তাড়না কচ্চে!—ওঃ আর যে দেখতে পারিনে!—আর যে সহ্য হয় না!—জ্বলে গেলেম, জ্বলে গেলেম!—হৃদয় যে পুড়ে গেল!—ওঃ জগদীশ্বর! আর কেন—এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি! বরঞ্চ এ রসণাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো, এ হৃদয়কে পদতলে দলিত করে শ্মশানে বিসর্জ্জন দেব, তথাপি কখন আর অর্থের কথা মুখে আনবো না, হৃদয়েও স্থান দেব না। জগদীশ্বর! তোমার কুপুত্রত অনেক আছে, কিন্তু তোমার ত্যজ্য-পুত্র অসম্ভব। তবে কেন এ পাপিষ্ঠের উপর করুণা কচ্চ না!—ওঃ বুঝেছি। এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয়!—এ পাপ কলুষিত হৃদয় তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি চিন্তার জন্য নয়—তবে আমার উপায় কি হবে? মনুষ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে—তুমিও পাপীকে ত্যাগ কল্লে—তবে আমি কোথায় যাব—কোথায় এ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব। কোথায় গেলে, কি কল্লে, এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তিলাভ কর্ব্বো?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবিড় বনে, তমোময় গিরিগুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গভীর সাগর তলে তন্ন তন্ন

করে অন্বেষণ করে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভয়ে লুকায়িত আছে।

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি মধ্যস্থিত একটী গৃহ।

মল্‌হার রাও আসীন।

রাজা। জগদীশ্বর! কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখেছিলে? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে?—ওঃ আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি! ভারতবর্ষের মধ্যে সুরম্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত মনুষ্য আমার প্রজা, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধন রাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তি-পূর্ণ রাজ ভবন পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দে আনন্দ-ময়—এক মাত্র পুত্র ধনে আমি বঞ্চিত ছিলেম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না—কিন্তু এখন আমি একেবারে অতল সাগরে নিমগ্ন হলেম, সকল সুখে বঞ্চিত হলেম। এই অল্প দিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হ'ল?—সেই সিংহাসন আমার শূন্য, ঐশ্বর্য্য আমার পরহস্তগত—আর সেই আনন্দময় রাজভবন আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর! কর্ণেল ফেয়ার্ আমাকে বিষ নয়নে দেখলেন,—তাঁর সুমিষ্ট পানীয় মধ্যে বিষ প্রবিষ্ট হ'ল,—সেই বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ

সংসারকে দগ্ধ কল্লে! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা সুখী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পুত্র কন্যা সহবাসে সেও শান্তি লাভ করে—নিকৃষ্ট বন্য পশু পক্ষীরাও আমা অপেক্ষা সুখী, তারাও ইচ্ছামত বিচরণ কর্ত্তে পারে, ইচ্ছা-মত আপন স্ত্রী পুত্রদের নিকট যেতে পারে—কেউ নিবারণ কর্ত্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই। কিন্তু আমি মনুষ্য—রাজা, আমার সে ক্ষমতা নাই।—আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কল-ঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ করে বন্দী! পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর জগতে কিছুই নাই। প্রায় দুই মাস হ'ল আমি এখানে বন্দী, জানি না কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না তাহাও সন্দেহ! (চিন্তা) কে আমার নামে এ কলঙ্ক রটনা কল্লে?—কে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—কে আমাকে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহবাসসুখে বঞ্চিত কল্লে? কিছু বুঝতে পাচ্চি না, কার দোষ দিব। দামোদর! তোমার প্রতি তো কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে তো আমি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেম—তবে কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—না তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম—না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে তুমি একা আমার বিরুদ্ধতাচরণ কর? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুরের মনের সন্দেহ কি নিরাকরণ হবে না? কমিসনারগণের তো মতের ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক বলে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিমুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ যখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুনতে পাচ্চি ইংলণ্ডের-

কতকগুলি সংবাদ পত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায়তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তি লাভ কর্ব্বো না?—কবে লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে?—তাঁর অনুকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ করে আছি।—যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভ সংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে—আহা! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে? আবার আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্র তুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত হ'ব। আবার আমার প্রাণাধিকা কুমার-সুমধুর বচন শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্ব্বো—আবার সেই নয়নানন্দ নবকুমারকে অঙ্কে লয়ে তার মুখ চুম্বন কর্ব্বো—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো—নিরানন্দ রাজ ভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। (চিন্তা)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ)

আসুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এরূপে বাস কর্ত্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ! এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থাক্‌তে হবে না। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হয়েছি; এই—

রাজা। (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম তাই হয়েছে। গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার করে আমার সিংহাসন আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন? জগদীশ্বর! লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন।

মিড্। না মহারাজ, সিংহাসনে বসবার আশায় আপনি জলাঞ্জলি দিন। আপনার প্রতি বরদা ত্যাগের আদেশ এসেছে।

রাজা। জগদীশ্বর কি কল্লে! এত আশা দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশানীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট করে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

মিড্। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে।

রাজা। হা! নির্ব্বাসন! মহাশয় সদয় হউন—বলুন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে! নির্ব্বাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর!—আর নির্ব্বাসনের কথা বলবেন না—

মিড্। আজ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ কর্ত্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পাবেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অপ্রতুল নাই—গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লয়ে আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কর্ত্তে পাবেন।

রাজা। মহাশয়! আর স্বচ্ছন্দের কথা মুখে আনবেন না—স্বরাজ্য ত্যাগ করে, বরদা ত্যাগ করে অন্যত্রে বাস আর নরকে বাস আমার পক্ষে উভয়ই সমান—প্রিয় ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস কর্ব্বো সেই স্থানেই নরক যন্ত্রণা! মহাশয় নির্দ্দয় হবেন না, বলুন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে!

মিড্। ওঃ কি পাপ! কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার অভিযোগ হয়েছিল, প্রাণদণ্ডই তার উচিত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর অনুকূল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জ্জনা করে কেবল কু-শাসন অপরাধে আপনার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়াছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অনুগ্রহ তাহা কি আপনি দেখতে পাচ্চেন না?

রাজা। কি বল্লেন মহাশয়, কু-শাসন অপরাধে নির্ব্বাসিত হচ্চি? কি আশ্চর্য্য? আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে

হ'ল ? এক বিষ দানের অপবাদে আমি বন্দী হলেম, বিচারালয়ে নীত হলেম, সর্ব্ব সমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হ'ল না বলে কি আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হ'ল ? তবে এ কমিসনের কি আবশ্যক ছিল ? এত অর্থ—

মিড্। মহারাজ ! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আপনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজা। কখন আপনাদের এ কণ্টককে দূর করবার কল্পনা করেছেন ?

মিড্। আজ—এই দণ্ডে।

রাজা। এই দণ্ডে ! বরদায় কি আমি আর এক নিশাও যাপন কর্ত্তে পারো না ? আহা ! প্রিয় স্বদেশ, সাধের রাজ্য, হৃদয়ের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাব না ! —আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন একবার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় লয়ে আসি—

মিড্। মহারাজ ! তার আর অবকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এতক্ষণ সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে এসেছে—আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনে—আপনি এক্ষণই আসুন।

রাজা। আপনার জিহ্বা কি তপ্ত লৌহে নির্ম্মিত ? এ নিদারুণ কথা আপনি কি রূপে মুখে আন্‌লেন ? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশ গমন কালে আপনাপন স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লয়ে এল, আর আমি চির জীবনের জন্য রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয় মাতৃভূমি, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকেই পরিত্যাগ করে চল্লেম, আর

একবার তাদের নিকট জন্মের মত বিদায় নিতে পাব না? কি পরিতাপ! হা হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল! প্রাণেশ্বরি! আমি জন্মের মত চল্লেম—কিন্তু একবার তোমায় দেখতে পেলেম না—যাওয়ার সময় একটী কথাও কইতে পেলেম না। প্রাণের কুমা! তোমার হতভাগ্য পিতা জন্মের মত দেশান্তরিত হ'ল—কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটী কথাও বলে যেতে পেলেম না।—হা! একবার জন্মের মত আদরের ধন নবকুমারকে যাওয়ার সময় কোলে কর্ত্তে পেলেম না—আহা অজ্ঞান শিশু কিছুই জানচে না তার অভাগা পিতার কি দুর্দ্দশা হয়েছে! জগদীশ্বর! তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ, দেখো আমার অনাথ পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের আর সহায় কেউ নাই—এ পৃথিবীতে তাদের মুখ পানে চাইবার আর কেউ নাই।

মিড্। মহারাজ, চলুন।

রাজা। বন্দীকে বন্ধন করে লয়ে চলুন—আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? চলুন কোথায় লয়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রেলওয়ে ষ্টেসন।

(বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত, প্রহরীগণ ও কর্ম্মচারীগণ নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) আজ তারের খপর সব বন্ধ হ'ল কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) মিড্ সাহেবের হুকুম, পেলি সাহেব বিলাত গেছেন, উনি এখন রেসিডেন্ট্।

প্র-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) গাইকোয়াড়কে কি এই গাড়ীতে এখান থেকে পাঠান হবে?

দ্বি-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) হাঁ।

প্র-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) সব কাজ এত চুপি চুপি হচ্চে কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) পাছে প্রজারা গোলমাল করে।

প্র-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) আচ্ছা রাজা এখন কোথায়?

দ্বি-কর্ম্ম। (জানান্তিকে) চুপ্, ঐ বোধ হয় সব আস্‌চে।

(মিড্ সাহেব ও সৈন্যগণ বেষ্টিত মল্‌হার রাওয়ের অধোবদনে প্রবেশ)

মিড্। অল্ রাইট্?

ষ্টেসনমাষ্টার। অল্ রাইট্।

মিড্। মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটারোহণ করুন।

রাজা। জগদীশ্বর!

মিড্। আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি?

রাজা। না! আমি প্রস্তুত আছি--তবে মহাশয়ের নিকট একটী শেষ অনুরোধ। শুন্‌চি আমার প্রাণাধিকা কন্যা এই নিকটস্থ দেবমন্দিরে তার হতভাগা পিতাকে দেখবার জন্য এসেছে, অনুমতি দিন, বিশ্বাস না হয় প্রহরী সঙ্গে দিন,—একবার চিরজীবনের জন্য তাকে আলিঙ্গন করে আসি—আহা! সরলা বালিকা উন্মত্তার ন্যায় আমায় দেখবার জন্য এতদূর এসেছে—মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

মিড্। মহারাজ! কেন অধৈর্য্য হ'ন, কেন আমায়

বারম্বার বিরক্ত করেন, এ আপনার কন্যার সহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন।

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে?—এ অপমান এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অনুরোধ করাই আমার মূর্খতা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুন্‌বোনা। রাজকুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না।

রাজা। (সচকিতে) একি! এনা কুমার কণ্ঠধ্বনি?—আমার প্রাণাধিকা কুমা কি এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

একি! আমার প্রাণপুতলি লজ্জার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরোদনে) বাবা! চল্লে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করে চল্লে—আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হ'ল—আর কি তুমি তোমার এত সাধের কুমাকে আদর কর্বে না—বাবা! আর কি তোমার চরণ দেখতে পাব না—আমার মার দশা কি হবে?—মা যে আমার আজ পথের কাঙ্গালিনী হ'ল—আহা-হা! এ নিদারুণ বার্ত্তা শোন্‌বামাত্র তিনি মূর্চ্ছা গেছেন—ওঃ মা, মাগো! তোমার দুর্দ্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হ'তে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

রাজা। মা। উঠ মা! আমার হৃদয়ের ধন উঠ—যাবার সময় আর আমায় বাধা দিও না—আর মা আমায় মুগ্ধ কর না—আর এ দগ্ধ-হৃদয়ে ছুরিকাঘাত কর না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চল্লো—ঘোর কলঙ্কের ভার লয়ে চির অন্ধকারে চল্লো।

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি—আর কাঁদব না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই তাই কেঁদেছি কিন্তু বাবা, আর কাঁদব না, আর এখানে কেঁদে তোমায় কাঁদাব না। এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, তাদের উৎসাহিত কর্ব্বো, দেখবো তারা উৎসাহিত হয় কি না, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কি না।—স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্ব্বো! বাবা! দেখবো এত করেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না।

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী—তুমি তা অনায়াসে পার।

মিড্। রাজকন্যার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ কেন বিলম্ব কচ্চেন?—শীঘ্র যাত্রা করুন।

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে মা তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

কুমা। ওঃ বাবা!—বাবা! বাবা! (নীরবে রোদন।)

রাজা। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার অভাগা সন্তান তোমার নিকট হ'তে জন্মের মত বিদায় হ'ল।

[রাজার শকটে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান।

(উন্মত্তভাবে আলুলায়িত কেশে লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কৈ?—আমার হৃদয়েশ্বর কোথা?—কৈ কাকেও যে দেখতে পাচ্চি না—তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? ওঃ! আমি কোথায় যাব? রাজভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো—

কুমা। মা! কর কি? কর কি? রাজমহিষীর কি এ স্থানে আসা উচিত?

লক্ষ্মী। এ কি কুমা এখানে? মা, এখানে আসতে আর দোষ কি?—আর আমার লজ্জা কি?—কাল যখন আমাকে শিশু সন্তান কোলে করে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কত্তে হবে, তখন আমার লজ্জা কোথায় থাকবে? এখন বল মা কুমা, মহারাজ কোথায়? আমার হৃদয়েশ্বর কোথায়? আমার কণ্ঠরত্ন কোথায়? আর যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনে!—আমি যে তাঁকে একবার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে আসছি—বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে? এ নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাথিনী করবার জন্যই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয় থেকে ছিঁড়ে লয়ে যাবার জন্যই এদেশে এসেছিল? ওঃ বুক যে ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না! আমার উপায় কি হবে! আমার অভাগা সন্তানের উপায় কি হবে? কে সে দুঃখিনীর ছেলের মুখ পানে চাইবে? আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর করে কোলে কর্ব্বে? ওঃ! মা! মাগো! আমি রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী হলেম! রাজ-পুত্র কাঙ্গাল হ'ল! হা এমন সর্ব্বনাশ কখন কারুর হয় না—

কুমা। মা! আর এখানে থাকা উচিত নয়—নিকটস্থ দেব-মন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে সকলে একত্রে হাহাকার কর্ব্বো। এতক্ষণ হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন!—ওঃ! মহারাষ্ট্রকুলের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হ'ল।

যবনিকা।